দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 28 SEP 1991
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

09

শিক্ষা পরিবেশ ও পাঠ্যসূচী

সভা-সেমিনারে বক্তৃতায় এবং পত্র-পত্রিকায় বিবৃতিতে শিক্ষার ওপর বরাবর অপরিসীম গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে। এই গুরুত্বারোপ বাস্তব ক্ষেত্রে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধনে কতটুকু অবদান রাখতে পারে? যারা শিক্ষার গুরুত্ব বিষয়ে বক্তৃতা করেন, বিবৃতি দেন— তারা এ বিষয়টি ভেবে দেখার অবকাশ কখনও পেয়েছেন কি না জানি না। তবে, প্রাথমিক থেকে উচ্চতর পর্যায় পর্যন্ত এদেশের শিক্ষা-বিষয়ের, শিক্ষা পরিবেশের তথা শিক্ষা ব্যবস্থার গত দুই দশকে পরিবর্তন যেটুকু দৃশ্যগ্রাহ্য হয়েছে তাকে উন্নতিতো বলাই যাবে না, বরং বলতে হয় অবনতি—চরম অবনতি। এই অবনতি শিক্ষা পরিবেশ ও শিক্ষা মান উভয় ক্ষেত্রেই এত জ্বলন্ত যে বিশদ ব্যাখ্যার আবশ্যকতা নেই। শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড— এ কথাটিকে যদি আমরা সত্য বলে গণ্য করি ; তাহলে, শিক্ষাক্ষেত্রে আজকের এই অবনতিকে আত্মঘাতী অবনতি বলেই গণ্য করতে হয়। এছাড়া, শিক্ষা নামক জাতির মেরুদণ্ডটিকে যেভাবে অপোক্ত ও অনির্ভরশীল করে তোলা হচ্ছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে এ জাতিকে মেরুদণ্ডের অসুখে ভুগতে হবে এবং সোজা হয়ে দাঁড়াবার সাধ থাকলেও সাধ্য থাকবে না। মৌখিক বক্তৃতা বা চটজলদি বিবৃতি কোনটাই তাৎপর্যময় হতে পারে না, যদি না বাস্তবে সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে কর্মোদ্যোগ গৃহীত হয়। এদেশে এ যাবতকালের কোনো সরকার, কোন বিরোধী রাজনৈতিক দল, কোন বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী এই চরম সত্য যথাযর্থভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি। তাদের এই ব্যর্থতাই শিক্ষাক্ষেত্রে আজকের আত্মঘাতী অবনতিকে স্পষ্ট করে তুলেছে। শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার ব্যাপারে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক, সরকার-রাজনৈতিক দল-বুদ্ধিজীবী মহল সকল পক্ষ থেকে বারংবার গুরুত্ব আরোপের সাথে পাল্লা দিয়ে শিক্ষাঙ্গনে অস্ত্রের মহড়া চলছে, সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হচ্ছে। বিষয়টি যেন আসমানী বালা কারো শক্তি বা সামর্থ্য নেই তা রোধ করা। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে এ কোনো আসমানী বালা নয় ; বরং এ বালা মানুষেরই মদদে মানুষের দ্বারাই সৃষ্ট। আমরা যদি মনে করি, জাতির বৃহত্তর স্বার্থে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস দূর করে শিক্ষার পবিত্র পরিবেশ ফিরিয়ে আনা অপরিহার্য তাহলে, এই মানুষদের খুঁজে বের করা, সন্ত্রাসের উৎস চিরতরে নির্মূল করা মোটেই কঠিন কাজ নয়। শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ বিনষ্টের মদদ এবং সন্ত্রাসীদের প্রশ্রয় যে মহলই দিক—তার সুষ্ঠু বিচার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া উচিত। তা না হলে সন্ত্রাস বন্ধের কথা বলে এন্তার বক্তৃতা করা যাবে ; কিন্তু শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরে আসবে না শিক্ষাঙ্গনে।

শিক্ষা পরিবেশের পর শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পাঠ্যক্রম বা পাঠ্যসূচী। আমাদের মতে একটি উন্নয়নগামী জাতির বাস্তব প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী কোন ধরনের শিক্ষাক্রম বা পাঠ্যক্রম আবশ্যক তা শিক্ষা বিভাগের শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তাগণের পক্ষে নির্ধারণ সম্ভব নয়—একথা কেউ বলবেন না। কিন্তু তারপরও বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, আমাদের বর্তমান শিক্ষা একদিকে যেমন প্রতিবছর হাজার হাজার বেকার তৈরীর শিক্ষা, অন্যদিকে তেমনি জাতীয় ইতিহাস ঐতিহ্য ও ধর্মীয় নৈতিক আবেগ-অনুভূতিহীন অন্তঃসারশূন্য, ফাঁপা মানুষ তৈরীর শিক্ষা। শিক্ষার নীতিনির্ধারকদের কাছে এখনও উচ্চশিক্ষাটাই প্রধান বিষয়। কারিগরি ও দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলে জাতির ভাগ্য পরিবর্তনে ব্যাপক কর্মোদ্যোগ সৃষ্টির অতি প্রয়োজনীয় বিষয়টি এখনও অবহেলিত হচ্ছে। এর ফলে দেখা যায়, বিশ্ববিদ্যালয় গড়ায় আগ্রহ বেশি। অন্যদিকে কারিগরি স্কুল বা কলেজ গড়ার বিষয়টি মোটেই গুরুত্ব পাচ্ছে না। অথচ বাস্তব অবস্থার নিরিখে এটাই সর্বাধিক গুরুত্ব পাওয়ার কথা ছিল। এছাড়া পাঠ্যসূচী প্রণয়নে গুরুত্ব পাওয়ার কথা ছিল জাতীয় ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং ধর্মীয় নৈতিক বিষয়াবলীর। তাতে শিক্ষার্থীদের মনে স্বাজাত্যবোধ, দেশপ্রেম ও মানবিকতার শক্ত ভিত গড়ে উঠার সুযোগ সৃষ্টি হতো। শিক্ষার পরিবেশ ও শিক্ষার বিষয়—উভয় ক্ষেত্রে এ বিষয়গুলো সত্যিকার গুরুত্ব দিয়ে ভেবে প্রকৃত জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ আর কবে গ্রহণ করা হবে?